ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭০ ● কলকাতা ● ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১২ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মোদীর পরই উত্তরবঙ্গ সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৩ মার্চ প্রশাসনিক সভা করবেন ফুলবাড়িতে। কদিন আগেই ফুলবাড়ি ভিডিয়োকন মাঠে সভা করে যান মুখ্যমন্ত্রী। আবারও সেই ভিডিয়োকন মাঠেই আসতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি।উল্লেখ্য, গত একাধিক ভোটে তৃণমূলকে উত্তরবঙ্গ সেভাবে সাফল্য দেয়নি। তাই এবারের নির্বাচনে সেই সাফল্য পেতে মরিয়া শাসক শিবির। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই একাধিকবার একাধিক জেলার সফরে যেতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলনেত্রীকে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে সভা করেছিলেন। তার আগে গিয়েছিলেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রামে।

উল্লেখ্য, রবিবারই ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে লোকসভা নির্বাচনের ৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তার ঠিক পরেই ফের উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, আগামী ১৩ মার্চ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি ভিডিয়োকনের মাঠ থেকে উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। ১২ মার্চ মঙ্গলবার বিকেলে পৌঁছবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন রাতে তিনি থাকবেন ফুলবাড়ির উত্তরকন্যায়। ১৩ মার্চ উত্তরকন্যার অদূরে ফুলবাড়ির ভিডিয়োকন ময়দানে সরকারি কর্মসূচি রয়েছে।

সেই সভা থেকেই একগুচ্ছ সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে যেমন রয়েছে, কাওয়াখালিতে ইডব্লুএস-এর ফ্ল্যাটের কাগজপত্র। সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি উন্নয়নকর্তৃপক্ষ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও আরও কিছু সরকারি পরিষেবা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই একাধিকবার একাধিক জেলা সফরে যেতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলনেত্রীকে। তবে ৪২ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণার পরে এবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকসভা নির্বাচনে বাংলায়

বিজেপির ফল হবে সারপ্রাইসিং! তৃণমূলের অবস্থা নিয়ে সতর্কবাণী প্রশান্ত কিশোরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় তীব্র লড়াই। বিজেপির আগেকার স্লোগান ৩৫ আসনে জয় থেকে তা পৌঁছে গিয়েছে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ। অন্যদিকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে ভর করা তৃণমূলও ছাড়বার পাত্র নয়। কিন্তু ২০২১-এর নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূলকে পদ দেখানো ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বলছেন অন্য কথা।

ফেব্রুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে প্রশান্ত কিশোর টাইমস নাওকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে বড় রাজনৈতিক শক্তি। এবারের নির্বাচনে তারা ২০১৯ সালের জয়ী আসন সংখ্যার নিচে যাবে না। তিনি আরও বলেছিলেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বাড়তে থাকায়, তাদের এলাকা দখলে রাখা কঠিন হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনের

এরপর ৩ পাতায়

দেশজুড়ে কার্যকর হল সিএএ, বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশজুড়ে কার্যকর হয়ে গেল সিএএ। সোমবার রাতেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হয়ে যেতে পারে দেশে, বিকালে এমন খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। তবে তার আগেই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেল।২০১৪ সালে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর তরফে সিএএ নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের আগে সেই নিয়ে পদক্ষেপ হয়নি। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে সিএএ সংক্রান্ত বিল পাস হওয়া মাত্র রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেন। তবে দেশজুড়ে এই ইস্যুতে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় কার্যত চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই আইনটি কার্যকর করেনি এমনটাই মনে করছিল রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

সিএএ নিয়ে তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধীরা প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলে এসেছে। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, ধর্মের ভিত্তিতে কখনও নাগরিকত্ব দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই সিএএ-কে সাংবিধানিক বৈধতা দিয়েছিল।২০১৯ সালে পাশ হওয়া এই আইনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা ভারতে

এরপর ৩ পাতায়

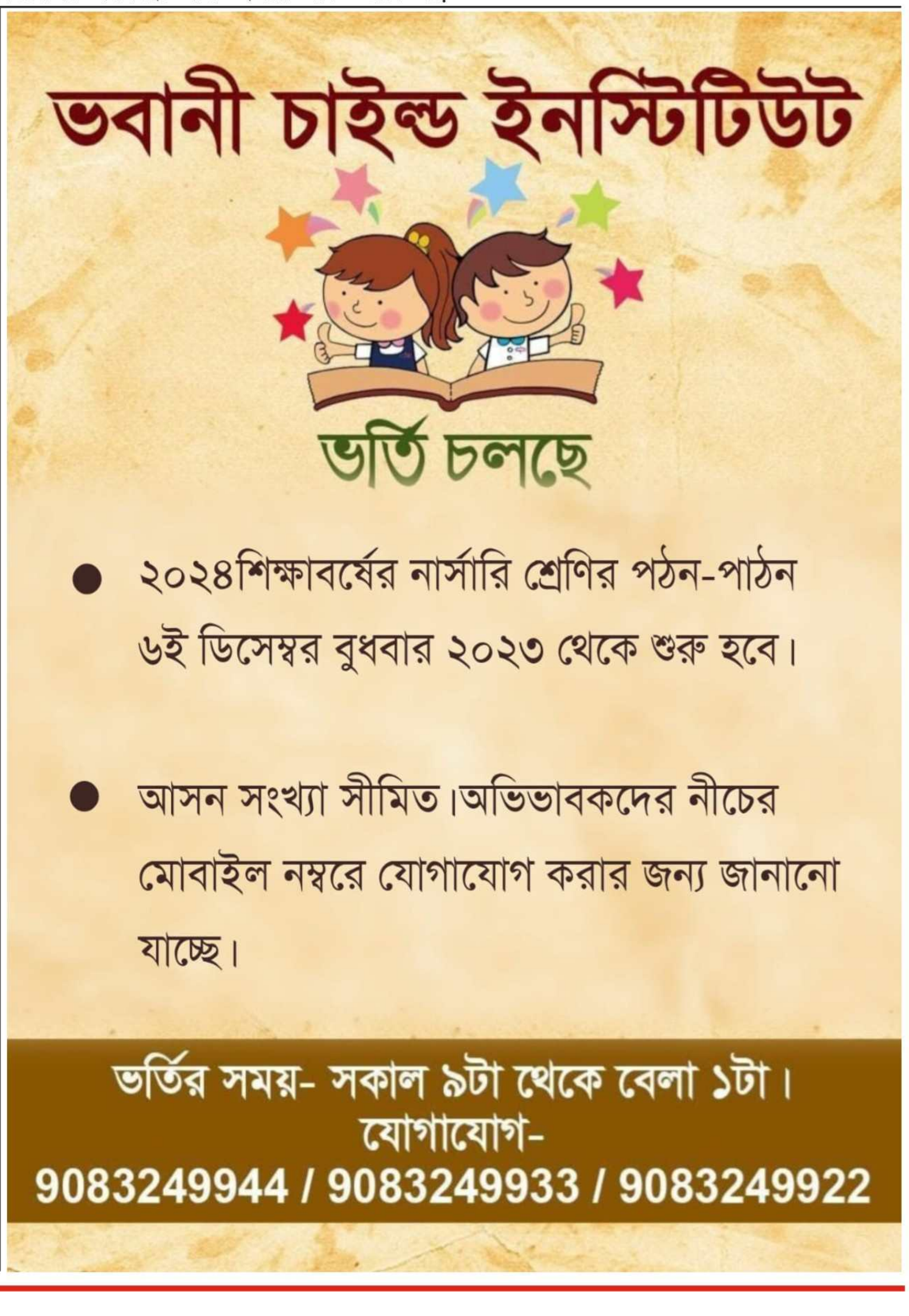

কংগ্রেস প্রার্থী দীপক অধিকারী অর্থাৎ

অভিনেতা দেবের নামের সমর্থনে দেওয়াল লেখন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পূর্ব মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে দীপক অধিকারীর নাম ঘোষণা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চে অর্থাৎ জনগর্জন সভা থেকে
ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে পাঁশকুড়া পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পোদ্দারপাড়া এলাকায় আসন্ন ঘাটাল লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীপক অধিকারী অর্থাৎ অভিনেতা দেবের নামের সমর্থনে দেওয়াল লেখন কর্মসূচিতে উপস্থিত তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নন্দকুমার মিশ্র। তিনি নিজের হাতে দেওয়াল লেখেন। পাশাপাশি এদিন তিনি সাধারণ মানুষকে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

সন্দেশখালি থেকে ১ লক্ষ ভোটের লিড চাই',

প্রচারে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বসিরহাট থেকে জিততে সন্দেশখালি বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এক লক্ষ ভোটের লিড চাই। ন্যাজাটের সভা থেকে জনতার উদ্দেশে আর্জি জানিয়ে বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে রবিবার সন্দেশখালির

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূল নেতার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার সকালেই কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ফরেন্সিক দল নিয়ে বনগাঁয় উপস্থিত সিবিআই। আচমকা কী হল? জলদিই সেই উত্তর পেয়ে যান কৌতূহলী জনতা। বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যর বাড়িতে এদিন হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। গত ৫ জানুয়ারি এই তৃণমূল নেতার বাড়িতে এসেছিল ইডি।প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলে আছেন শঙ্কর আঢ্য। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে তাঁর 'ঘনিষ্ঠতা' ছিল বলে দাবি ইডির। শঙ্কর সেই দাবি না মানলেও, জ্যোতিপ্রিয়র বিপুল টাকা বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরের কাজ শঙ্করই করতেন বলে অভিযোগ।

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়ি গিয়েছিল ইডি। তবে সেখানে হামলার মুখে পড়েন তাঁরা। অন্যদিকে শঙ্করকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার সময়ও ইডির গাড়ির লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। শঙ্করের ঘটনায় বনগাঁ থানা এবং শাহজাহানের ঘটনায় ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বর্তমানে দুই ঘটনার তদন্তভারই রয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। গত সপ্তাহে তদন্তের জন্য শাহজাহানের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা, এবার হানা দিলেন শঙ্করের বাড়ি।সেদিন রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে ফেরার সময় বেশ বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদের। তাই এবার একেবারে প্রস্তুতি নিয়ে আসে সিবিআই।

আজ সকালে শঙ্করের স্ত্রীয়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁর বাড়ি তল্লাশিতে ঢোকেন সিবিআই আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে ফেলে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ি। সূত্রের খবর, ৫ জানুয়ারি ইডিকে বাধা দেওয়ার ঘটনার তদন্ত করতে শঙ্করের বাড়িতে হাজির হয়েছে সিবিআই। সেদিন কারা বাধা দিয়েছিলেন? ঘটনার কোনও সিসিটিভি ফুটেজ আছে কিনা সেই বিষয়ে জানতেই সোম-সকালে বনগাঁ যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

শঙ্করের পাশাপাশি বনগাঁ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বাড়িতেও উপস্থিত হন সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ চান বলে খবর। তবে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান জানান, ২৫ দিনের বেশি ফুটেজ তাঁদের কাছে থাকে না। সিবিআই আধিকারিকরা তার থেকে বেশি পুরনো ফুটেজ চাইছিলেন, তাদের কাছে তা নেই বলে জানান গোপাল শেঠ।

মাতৃ সাধক শিল্পী স্বামী পরমানন্দ গিরি মহারাজ জী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্গুণ ব্রক্ষস্বরূপা জগত্তারিনী চিন্ময়ী মহামায়ার মৃন্ময়ী রূপের প্রকাশ সামান্য মানুষের আয়ত্ব নয়। যিনি পারেন, তিনি সাক্ষাৎ তাঁর আশীর্বাদ ধন্য। মায়ের প্রসাদে অল্প সংখ্যক মানুষই এই কাজ পরিপূর্ণ রূপে সংগঠিত করতে পারেন। মাতৃসাধক শ্রী শ্রী স্বামী পরমানন্দ গিরি মহারাজ সেইসব পূণ্যবান ব্যাক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরানী নিজ ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে মহারাজের হৃদিপদ্মে তাঁর মৃন্ময়ী রূপদর্শন করিয়েছেন। শ্রীরামপুরে অবস্থিত মন্দিরে মহারাজের নিজহস্তে রূপায়িত এবং পূজিত সেই মাতৃপ্রতিমা দর্শনে অনন্ত আনন্দ লাভ হয়। অতি অল্প বয়সেই মহারাজ মাতৃমূর্তি রূপায়ণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর হস্তে রূপায়িত এবং পূজিত মাতৃমূর্তি দর্শন তাই অনন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

আসন্ন ১লা চৈত্র ১৪৩০, ইংরেজি ১৫ই মার্চ ২০২৪, ৭কে এম সা স্ট্রিট, শ্রীরামপুর স্থিত শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দিরে শ্রী শ্রী শীতলা মাতার পূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মহারাজ নিজ হস্তে মায়ের রূপকল্প এবং শৃঙ্গারাদি নির্মাণ করছেন। মা'য়ের শুভ আবির্ভাব দিবসে তাঁর আশীর্বাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা।

।।ঁশ্রীঁশ্রী সিদ্ধেশ্বরীকালীমাতঠাকুরাণী সহায় ।।

ঁশ্রী ঁশ্রী
(ছোটমা) শীতলা পূজা
১৪৩০

.......ষষ্ঠী.......
১লা চৈত্র, ১৪৩০ (ইং ১৫ই মার্চ, ২০২৪) শুক্রবার,
বৃহস্পতিবার রাত্রি শেষ ঘঃ ৪:৫০:২২ সেঃ গতে
শুক্রবার রাত্রি ঘঃ ৩:৩৩:৪৬ সেঃ পর্যন্ত

.......সপ্তমী.......
২রা চৈত্র, ১৪৩০ (ইং ১৬ই মার্চ, ২০২৪) শনিবার
শুক্রবার রাত্রি ঘঃ ৩:৩৩:৪৬ সেঃ গতে
শনিবার রাত্রি ঘঃ ২:৪২:৩৪ সেঃ পর্যন্ত।

........অষ্টমী........
৩রা চৈত্র, ১৪৩০ (ইং ১৭ই মার্চ, ২০২৪) রবিবার,
শনিবার রাত্রি ঘঃ ২:৪২:৩৪ সেঃ গতে।
রবিবার রাত্রি ঘঃ ২:১৯:৫৭ সেঃ পর্যন্ত ।

........নবমী........
৪ঠা চৈত্র, ১৪৩০ (ইং ১৮ই মার্চ, ২০২৪) সোমবার
রবিবার রাত্রি ঘঃ ২:১৯:৫৭ সেঃ গতে
সোমবার রাত্রি ঘঃ ২:২৯:৫৭ সেঃ পর্য্যন্ত।

........দশমী........
৫ই চৈত্র, ১৪৩০ (ইং ১৯ শে মার্চ, ২০২৪) মঙ্গলবার
সোমবার রাত্রি ঘঃ ২:২৭:৫৭ সেঃ গতে
মঙ্গলবার রাত্রি ঘঃ ৩:৫:৫৫ সেঃ পর্যন্ত

ঁশ্রী ঁশ্রী
সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দির

৭কে, এম সা স্ট্রীট
শ্রীরামপুর,হুগলি
শ্রীরামপুর থানার পাশে

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে পাঠানোর নির্দেশই বহাল সুপ্রিম কোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাতে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। শেখ শাহজাহানকে পুলিশের হেফাজত থেকে সিবিআইয়ের হেফাজতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। সন্দেশখালিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আধিকারিকদের আহত হওয়ার ঘটনাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল।গত ৫ জানুয়ারি রেশন মামলার তদন্তে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকেরা। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তিন ইডি আধিকারিককে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের কাছ থেকে ফোন, ল্যাপটপ এবং নগদ টাকা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর ন্যাজাট থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করে। পরে ইডিও একটি অভিযোগ জানায় ওই থানায়। অন্য দিকে, শাহজাহানের বাড়ির কেয়ারটেকার ইডির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করে। এর মধ্যে ইডির দায়ের করা মামলা এবং পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে দায়ের করা মামলার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা পায় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। নির্দেশ দেওয়া হয়, সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশ যৌথ ভাবে সিট গঠন করে এই মামলার তদন্ত করবে। কিন্তু সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ইডি। রাজ্যও ওই নির্দেশের বিরোধিতা করে মামলা করে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সিট গঠন এবং তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ৫ মার্চ হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল, বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। কলকাতা হাই কোর্টের সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট।এই দুই নির্দেশই সোমবার বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। তবে হাই কোর্টের রায়ের কিছু অংশ পরিবর্তন করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, রায়ে পুলিশ এবং রাজ্য সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ রেখেছে হাই কোর্ট, তা বাদ দিতে হবে।গত ৫ মার্চ কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয়, সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার তদন্ত করবে সিবিআই। ওই দিন বিকেলের মধ্যেই শাহজাহানকে তুলে দিতে হবে সিবিআইয়ের হাতে। যে দিন কলকাতা হাই কোর্ট এই নির্দেশ দেয়, সে দিনই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু শুনানি হয়নি। ৬ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য জানায়, নিয়ম মেনে লিখিত ভাবে

এরপর ৩ পাতায়

বিজেএমসির কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

কলকাতা/নয়াদিল্লি : নিউজ সারাদিন : আজ দ্বারকায় ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের (বিজেএমসি) কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপরোক্ত তথ্য জানান। এ সময় বিজেএমসি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) মোহাম্মদ নাজির আনসারি, বিজেএমসি শ্রমিক নেতা রাজু আয়েঙ্গার, বিজেএমসি দিল্লির সভাপতি কৃষ্ণ মাথুর, দিল্লি বিজেএমসি পর্যবেক্ষক দেবেন্দ্র সিং সহ দ্বারকা সেক্টর ১৩ (২) বিভাগীয় সভাপতি প্রবীণ গুপ্ত এবং জেলার বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমস্ত সুন্দরবন ঘুরে দেখতে চান

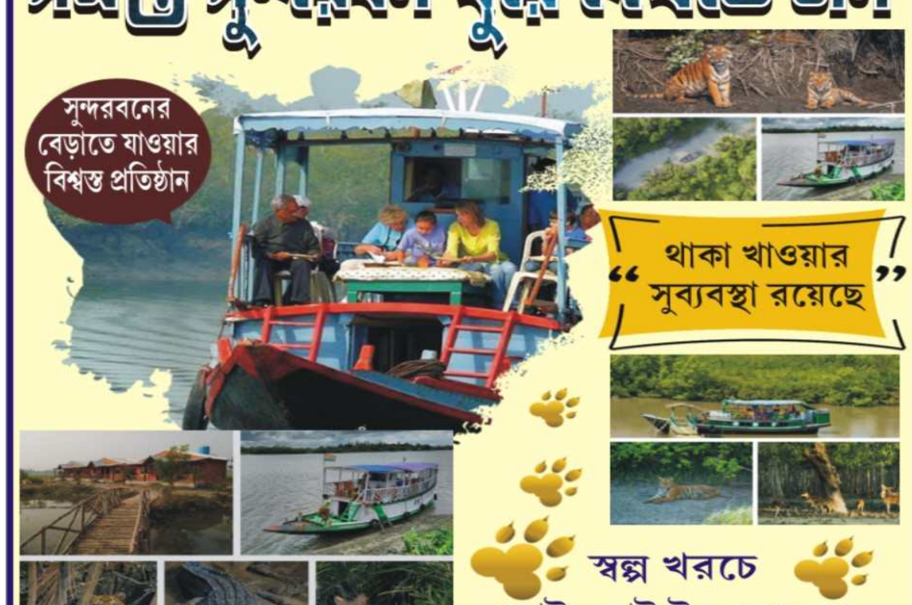

স্বল্প খরচে
ছোট ছোট ট্যুরের জন্য
যোগাযোগ করতে পারেন

মিতাশ্রী ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
মোবাইল : 9564382031

যত কাণ্ড

শাহজাহানের পাড়ায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। আর এদিকে সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তে গিয়ে আরও এক অভাবনীয় ঘটনার সাক্ষী থাকল সিবিআই। সোমবার বিকেলে আকুঞ্জিপাড়া এলাকায় নোটিস দিতে ঢুকেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। সঙ্গে ছিলেন ন্যাজাট থানার পুলিশকর্মীরাও।যদিও পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, যিনি নোটিসটি গ্রহণ করেছিলেন তিনি এই ঘটনায় বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন। বাড়ির অপর সদস্য কী কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সিবিআই অফিসারদের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন এবং নোটিসের অপর একটি কপি যাতে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ করেন। সেই মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে নোটিসের একটি প্রতিলিপি রহমান আকুঞ্জির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নতুন করে আবার নোটিস গ্রহণ করেন রহমান আকুঞ্জির বাড়ির সদস্য।

সেই সময়েই রহমান আকুঞ্জি নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে নোটিস ধরাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসাররা। রহমান আকুঞ্জির বাড়ির এক সদস্য নোটিসটি গ্রহণ করলেও, পরক্ষণেই বাড়ির অপর এক সদস্য সেই গ্রহণ করা নোটিস ছিঁড়ে ফেলেন।

জানা যাচেছ, এদিন আকুঞ্জিপাড়ায় রহমান আকুঞ্জি ও আবিবুর আকুঞ্জিকে নোটিস দিতে গিয়েছিল সিবিআই-এর তদন্তকারী দল। আগামিকাল নিজাম প্যালেসে সাক্ষী হিসেবে তল করা হয়েছে তাঁদের। সেই সূত্র ধরেই তাঁদের বাড়িতে নোটিস পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন সিবিআই-এর অফিসাররা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা আজ বিকেলে রহমান আকুঞ্জির বাড়িতে নোটিস ধরাতে যেতেই এই বিপত্তি ঘটে যায়। বাড়ির এক সদস্য নোটিস গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অপর এক সদস্য় সেই নোটিস ছিঁড়ে ফেলেন।

সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনের ওপর ভিত্তি করে "সুভাষ অভিনন্দন" নামে ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের

নতুন দিল্লি ১১ মার্চ ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতের জাতীয় আর্কাইভসের ১৩৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন ও বিচার, সংসদীয় বিষয়ক এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আজ সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন ভিত্তিক "সুভাষ অভিনন্দন" নামে ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। জাতীয় আর্কাইভসে প্রামাণ্য নথির ওপর ভিত্তি করে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শ্রী মেঘওয়াল বলেন, অমৃতকালের এই সময়ে আমাদের শিকড়কে শক্তিশালী করতে হবে এবং ভবিষ্যতের ভিত্তি রচনার স্বার্থে আমাদের ইতিহাস পড়া, লেখা এবং বোঝার প্রয়োজন,যা আধুনিক ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল 'বিরাসত ভি, বিকাশ ভি'। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বগুরু করে তোলাই উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে আর্কাইভ ক্ষেত্রের প্রভূত অবদান রয়েছে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত রেকর্ড ভারতের জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত আছে। তা নেতাজী পোর্টাল http://(http://www.netajipapers.gov.in/)এবং রেকর্ড বোর্ডের http://(https://www.abhilekh-patal.in/jspui/)থেকে পাওয়া যাবে। এইসব রেকর্ডে নেতাজীর লেখা চিঠি, তাঁর পিতা জানকী নাথ বসুর লেখা ডায়েরি, আজাদ হিন্দ ফৌজের নথি এবং নেতাজী সংক্রান্ত অনেক সরকারি নথির দেখা পাওয়া যায়। প্রদর্শনীকে ১৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই সময়কালে সংগ্রামের তথ্য সমৃদ্ধ নথির সন্ধান পাওয়া যায়-যা থেকে নেতাজীর ভাষণ, তাঁর দুঃসাহসিক যাত্রা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি, তাঁর জন্ম, জীবনকে ঘিরে নানা নথির ঝলক, তাঁর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল সহ আরও অনেক কিছুর এই প্রদর্শনীতে দেখা মিলবে। এছাড়াও তাঁকে বিভিন্ন সম্মান এবং ভারত রত্ন দেওয়ার বিলম্বিত প্রয়াসের বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক নেতাজীকে সম্মান জানাতে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে। ১৬টি আলাদা আলাদা বিভাগ তৈরি হয়েছে যথাক্রমে নেতাজীর জন্ম, তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, আন্তর্জাতিক কাজকর্ম, তাঁর লেখা এবং ভাষণের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব, দুঃসাহসিক যাত্রা, আজাদ হিন্দ ফৌজ(সেনাপতি)-১, আজাদ হিন্দ ফৌজ(রানী ঝাঁসি বাহিনী)-২, আজাদ হিন্দ ফৌজ(অলঙ্করণ)-৩, দিল্লি চলো, এক রহস্য, ভারত রত্ন এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াসকে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ভার্চুয়াল মাধ্যমেও তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভারতের জাজীয় আর্কাইভের সংগ্রহে বর্তমানে ৩৪ কোটি পাতারও বেশি জনতথ্য সংগৃহীত রয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফাইল, ম্যানচিত্র, ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিল, চুক্তি, দুর্লভ পান্ডুলিপি, প্রাচ্য তথ্য, ব্যক্তিগত কাগজ, মানচিত্রাঙ্কন নথি, গুরুত্বপূর্ণ গেজেট, জনগণনা নথি, সংসদ ও বিধানসভার বিতর্ক, নিষিদ্ধ সাহিত্য, ভ্রমণ নথি প্রভৃতিও রয়েছে। প্রাচ্য রেকর্ডের বিরাট অংশই রয়েছে সংস্কৃত, পারস্য ওবং ওড়িয়া ভাষায়।

বারাসতে প্রার্থী দিচ্ছে আইএসএফ, জানালেন নওসাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দু 'দিন আগেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে সিপিএমের সঙ্গে আসন-রফা নিয়ে আলোচনা হয়েছে আইএসএফের। তাদের চাহিদার আসন কমাতে অনুরোধ করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব। আলোচনার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার আইএসএফ নেতা নওসাদ সিদ্দিকী জানালেন, বামেদের সঙ্গে জোট হোক না হোক, বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিচ্ছে তারা।তিনি বলেন, "উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তিনটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তবে বারাসতে প্রার্থী দিচ্ছিই, তা চূড়ান্ত হয়েছে।" তৃণমূলের তরফে বারাসতের প্রার্থী কাকলি ঘোষদস্তিদার বিভিন্ন সভা থেকে আইএসএফকে 'ভোট কাটুয়া' বলে কটাক্ষ করেন। এ প্রসঙ্গে নওসাদ বলেন, "দেশের সকলে জানে, আরএসএসের দু'টো রাজনৈতিক চিহ্ন, বিজেপি আর তৃণমূল। আমাদের নিয়ে এ জন্যই ওদের চিন্তা তৈরি হয়েছে।" বিজেপির রাজ্য নেতা তাপস মিত্র বলেন, "বিজেপিকে জেতাতে কাউকে ভোট কাটতে হবে না। মানুষের ভোটেই জিতবে।"বসিরহাট ও বনগাঁ কেন্দ্রেও প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। এ দিন বিকেলে বারাসতের রবীন্দ্রভবনে কর্মিসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন নওসাদ।

আজমগড় সহ উত্তরপ্রদেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে এখন রচিত হচ্ছে উন্নয়নের এক নতুন ইতিহাস-বললেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ১০ বছরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সূচনা হয়েছে উন্নয়নের রাজনীতি যা কিনা অতীতের যাবতীয় তোষণ ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে উন্নয়নের এই নতুন ধারার সূচনা হয়েছে এই রাজ্যে। আলিগড়, মোরাদাবাদ, আজমগড় এবং শ্রাবস্তীর মতো শহরগুলি এক সময় উত্তরপ্রদেশের অনগ্রসর অঞ্চল রূপে অবহেলিত ছিল। কিন্তু, বর্তমানে দ্রুত উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে তা এখন নানা দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। যেমন, এই অঞ্চলগুলিতে স্থাপিত হয়েছে বিমান সংযোগ ব্যবস্থা। যে কোনো কল্যাণমূলক কর্মসূচির মতোই আধুনিক পরিকাঠামোর প্রসার এখন বড় বড় শহরগুলি ছাড়াও মফঃস্বলের ছোটখাট শহর এমনকি, দূরদুরান্তের গ্রামগুলিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে ছোট ছোট শহরগুলিরও কিন্তু বিমান পরিবহণের সুযোগ পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে। বড় বড় শহরগুলির মতো সেখানেও প্রয়োজন উন্নত সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা। আজ উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে ৩৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। কয়েকটি প্রকল্প তিনি উৎসর্গ করেন জাতির উদ্দেশেও। শ্রী মোদী আরও বলেন, আজমগড় এক সময় ছিল একটি অনগ্রসর এলাকা। কিন্তু সেখানেও এখন উন্নয়নের এক নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। এই আজমগড় থেকেই আজ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস পর্ব অনুষ্ঠিত হল। প্রধানমন্ত্রী আজ ৯,৮০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে দেশের ১৫টি বিমানবন্দর প্রকল্পের উদ্বোধন ও আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। পুণে, কোলহাপুর, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, আজমগড়, চিত্রকূট, মোরাদাবাদ, শ্রাবস্তী এবং আদমপুর বিমানবন্দরের ১২টি নতুন টার্মিনাল ভবনের আজ উদ্বোধন করেন তিনি। এরই পাশাপাশি, কাড়াপা, হাবালি এবং বেলগড়ি বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী জানান যে গোয়ালিয়র বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনটি সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র ১৬ মাসের মধ্যে। সরকারের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সাধারণ নাগরিকদের আকাশপথে ভ্রমণের সুযোগকে আরও সহজ করে তুলবে। তিনি বলেন, জনসাধারণ এখন অনুভব ও উপলব্ধি করছেন যে মোদী হলেন সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যক্তি মানুষ যিনি 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করে যেতে পারেন। শ্রী মোদী বলেন যে বিমানবন্দর, মহাসড়ক এবং রেল পরিকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষা, জল সরবরাহ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজেও এখন গতি সঞ্চার ঘটেছে। আজমগড়ের অধিবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে আজমগড় এখন থেকে বিকাশের এক বিশেষ কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত হবে। বিমানবন্দর, হাসপাতাল এবং মেডিকেল

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

দেশজুড়ে কার্যকর হল সিএএ, বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল কেন্দ্র

নাগরিকত্ব পাবেন।আপাতত ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিন পনেরো আগেই ঘোষণা করেছিলেন, নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকর হবে দেশে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। তার আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হয়ে গেল দেশজুড়ে।

১-ম পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির ফল হবে সারপ্রাইসিং! তৃণমূলের অবস্থা নিয়ে সতর্কবাণী প্রশান্ত কিশোরের

মধ্যে তৃণমূল ২২ টি, বিজেপি ১৮ টি এবং কংগ্রেস দুটি আসনে জয়লাভ করেছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রশান্ত কিশোর শুধু বাংলা নিয়েই নয়, সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির দুর্বলতা নিয়েও নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিজেপির সব থেকে বড় দুর্বলতা হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপরে নির্ভরতা। মোদীর পরে বিজেপির কে নেতা হবেন, তা কেউই জানে না। তবে তিনি নিশ্চিত, মোদীর পরে যিনি বিজেপির নেতা হবেন, তিনি মোদীর থেকে বেশি ডানপন্থী হবেন।ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে প্রশান্ত কিশোর ফের একবার লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির ভাল ফলের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।তবে তিনি বিষয়টিকে ভবিষ্যদ্বাণী বলতে রাজি নন। তিনি বিষয়টিকে জনগণের ঘাড়ে দিয়েছেন। প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, এবারের নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় তৃণমূলের থেকে ভাল ফল করবে।

তিনি আরও বলেছেন, এবার বাংলায় বিজেপির ফল হবে সারপ্রাইসিং। প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, যখন তিনি বলেন এবারের নির্বাচনে বিজেপি লোকসভায় এক বৃহত্তম দল হবে, সেই সময় অনেক লোক তাঁকে বিজেপির দালাল বলেন। কিন্তু তিনি যদি এটা না বলেন, তাহলে নিজের কর্মক্ষেত্রে সত থাকতে পারেন না। নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানাতে গিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, তিনি কোনও দলের মুখপাত্র নন।

আগামী এক দেড় মাসে, বাংলার মানুষ তাঁকে সত্যিকারের বিজেপি এজেন্ট তকমা দেবে, সেব্যাপারে তিনি নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর। তবে বিজেপি এবারের নির্বাচনে খুবই ভাল ফল করবে । এই বিষয়টি যে কোনও তৃণমূল সমর্থকের কাছে খারাপ লাগবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এব্যাপারে প্রশান্ত কিশোর বাংলায় ২০২১-এর নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সেই সময় তারা গতি বজায় রাখতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছিলেন। তবে সামনের সময় তৃণমূলের পক্ষে খুব কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

২ পাতার পর

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে পাঠানোর নির্দেশই বহাল সুপ্রিম কোর্টে

মামলা করা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, চাইলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যেতে পারে রাজ্য। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানাল, সন্দেশখালিকাণ্ডে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল থাকবে। অর্থাত সিবিআই হেফাজতেই থাকবেন শাহজাহান। এবং ইডি আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনারও তদন্ত করবে সিবিআই।

২ পাতার পর

সন্দেশখালি থেকে ১ লক্ষ ভোটের লিড চাই', প্রচারে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন সুকান্ত

ন্যাজাটের আক্রাতলায় সমাবেশ করল বিজেপি। সেই সভা থেকে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ডাক, 'লোকসভায় সন্দেশখালি থেকে ১ লক্ষ ভোটের লিড চাই।' তবে সেটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই।অন্যদিকে এখানের সভামঞ্চ থেকে সন্দেশখালির ধৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহাজাহানের সঙ্গীদের গ্রেফতারের দাবিও তোলেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'শাহজাহান এখন সিবিআই হেফাজতে রয়েছে। এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে এবার ওই শাহজাহানের শাগরেদদেরও গ্রেফতার করতে হবে। সন্দেশখালির গরিব মানুষের রেশনের সামগ্রীও তৃণমূল লুঠ করেছে।' এরপরই সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সন্দেশখালির অত্যাচারের জবাব দিতে হবে এবারের ভোটে। সন্দেশখালি থেকে অন্তত ১ লক্ষ লিড চাই। তবেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে জেতা যাবে।'এদিন এখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, শুধু শাহজাহানকে গ্রেফতার করলেই হবে না, তার সঙ্গীদেরও গ্রেফতার করতে হবে। শুভেন্দুর কথায়, 'সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ তার নিন্দা করেছে। রাজ্যের পুলিশ অপরাধীদের আড়াল করছিল। আদালতের চাপেই শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।' আর সুকান্ত বলেন, 'নরেন্দ্র মোদী বহিরাগত? মোদী বেশি বাঙালি। তিনি বাংলার মা-বোনেদের সম্মান দিতে জানেন।' সব চোর ব্রিগেডে যাবে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।এদিকে সন্দেশখালি কাণ্ডে রাজ্য পুলিশই শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করেছে। এখানে ১০০ দিনের কাজে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। যাদের জমি দখল হয়ে গিয়েছিল তাদের সেসব জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে হাজি নুরুল ইসলামকে। আগেও এখানে তিনি সাংসদ ছিলেন। এবার আর নুসরত জাহানকে টিকিট দেওয়া হয়নি বসিরহাট থেকে। তারপরও এখানে সভা করতে এসে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সন্দেশখালির লড়াই চলবে। প্রয়োজনে রাজ্যপালকে ফের অনুরোধ করব এখানে এসে জমি সমস্যার সমাধান করতে। এই লড়াই শেষ হবে ২০২৬ সালে। তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে।'

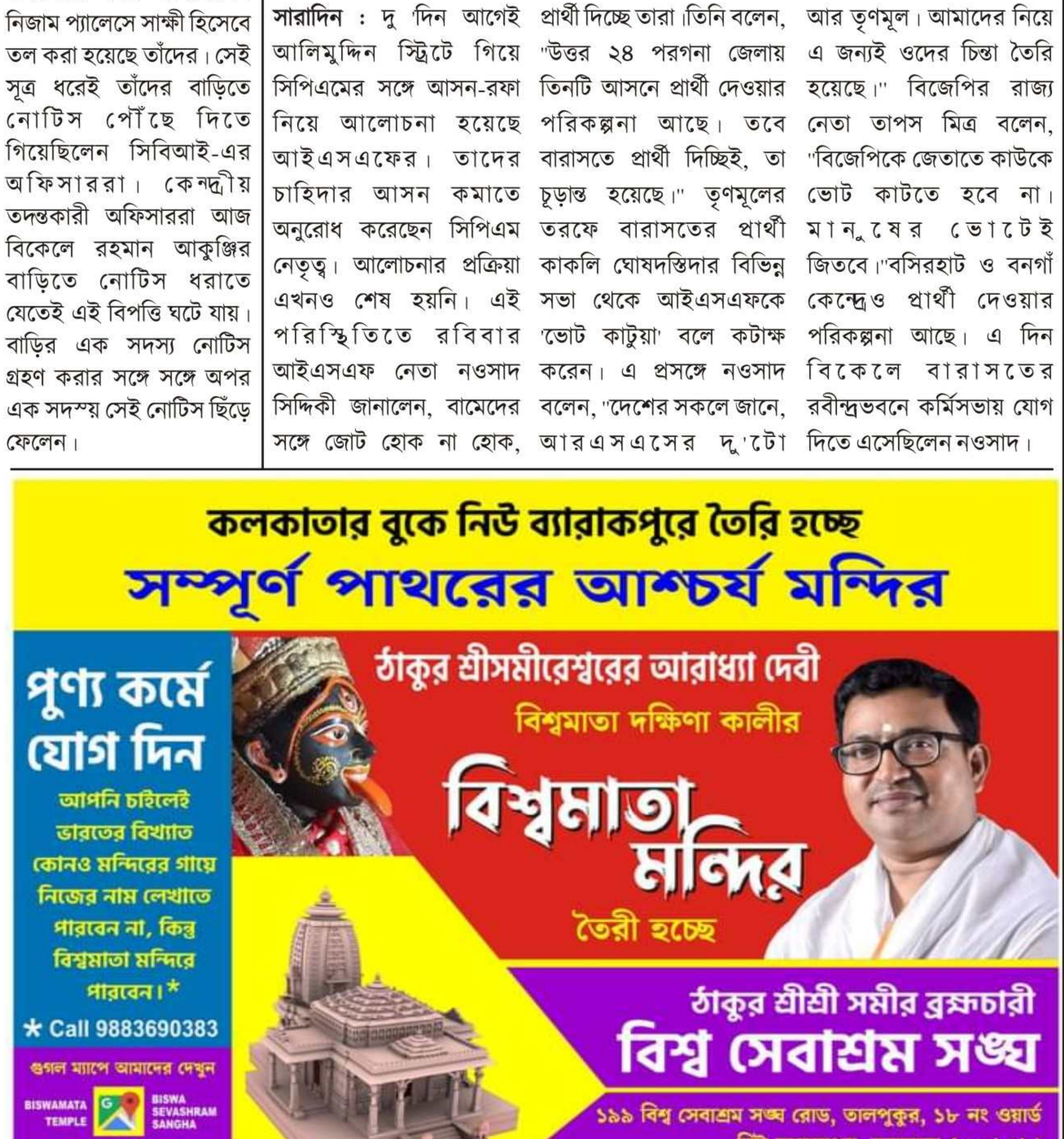

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৭০ সংখ্যা ১২ মার্চ, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩০

৩ পাতার পর

আজমগড় সহ উত্তরপ্রদেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে এখন রচিত হচ্ছে উন্নয়নের এক নতুন ইতিহাস-বললেন প্রধানমন্ত্রী

কলেজ আজমগড়কে এখন সম্পূর্ণ নতুন এক অবয়ব এনে দেবে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের শহরগুলিকে আমরা আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী যাতে বড় বড় শহরগুলির সুযোগ-সুবিধার তুলনায় এই ছোট শহরগুলিও কোনরকমে পিছিয়ে না থাকে। প্রসঙ্গত, এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশে সড়ক সংযোগ ও নগরায়নের গুরুত্বকেও তুলে ধরেন। সীতাপুর, শাহজাহানপুর, গাজিপুর ও প্রয়াগরাজে কয়েকটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেকগুলি রেল প্রকল্পের সূচনা হয়েছে আজমগড়, মৌ ও বালিয়াতেও। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় নির্মিত হয়েছে ৫ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক সংযোগ। এর ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কৃষক ও যুব সমাজ।

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। আখ সহ বিভিন্ন শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিও এদিন স্পর্শ করে যায় তাঁর বক্তব্যে। শ্রী মোদী বলেন, আখ চাষীদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে ৮ শতাংশ। ফলে, কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত দাম পাওয়া যাবে ৩৪০ টাকা করে। এই অঞ্চলের আখ চাষীরা বহুদিন ধরেই নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের বর্তমান সরকার তাঁদের ক্ষোভ নিরসনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আখ চাষীদের কোটি কোটি টাকা ন্যায্য পাওনা যাতে সঠিক সময়ে মিটিয়ে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতেও সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বায়োগ্যাস এবং ইথানল প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও সরকারি উদ্যোগের কথা এদিন ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রসঙ্গে তিনি জানান যে শুধুমাত্র আজমগড়েই ৮ লক্ষ কৃষক এই কর্মসূচির আওতায় ২ হাজার কোটি টাকার সহায়তা লাভ করেছেন। শ্রী মোদী বলেন, নজিরবিহীন উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রশাসন ও পরিচালন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। তাই, আমাদের সরকার সমস্ত রকম দুর্নীতি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এইভাবেই সার্বিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিয়ে আসা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা যে রূপান্তরের সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে, সে সম্পর্কেও তাঁর বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মহারাজা সুহেল দেব রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যুবকদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করবে। এরই পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষার পরিবেশেও ইতিবাচক পরিবর্তন বাস্তবায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছরে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এবং যুব সমাজের কাছে নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধার প্রসারে এই বিনিয়োগ সুফল দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রাম মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাজ্য সরকার যেভাবে আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও উন্নত করে তুলেছে, তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী সশক্ত নারী-বিকশিত ভারত কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির পুসায় ইন্ডিয়ান এগরিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সশক্ত নারীবিকশিত ভারত কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন এবং সাক্ষী থেকেছেন নমো ড্রোন দিদিদের কৃষি সংক্রান্ত ড্রোন প্রদর্শনীর। সারা দেশের ১০টি জায়গায় নমো ড্রোন দিদিরা একই সঙ্গে এই ড্রোন প্রদর্শনীতে অংশ নেন। কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী ১ হাজার নমো ড্রোন দিদিদের হতে ড্রোন তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রদান করেন প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ, ভর্তুকিযুক্ত সুদের হারে প্রতিটি জেলায় ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক সংযোগ শিবিরের মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে মূলধনী সহায়ক তহবিল হিসেবে ২ হাজার কোটি টাকাও প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এদিনের অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেন, কারণ ড্রোন দিদি এবং লাখপতি দিদিরা সাফল্যের নতুন অধ্যায় রচনা করছেন। তিনি বলেন, এমন সফল মহিলাদের উদ্যোগীদের সঙ্গে কথাবার্তায় দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বার বৃদ্ধি পায়। তিনি নারীশক্তির দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, '৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করার যাত্রায় সওয়ারি হওয়ার আত্মবিশ্বাস পেয়েছেন এর থেকে'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যে কোনো সমাজ অগ্রসর হতে পরে শুধুমাত্র নারীশক্তির সম্ভ্রম সুনিশ্চিত করে এবং তাঁদের জন্য সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, একটুখানি সাহায্য পেলেই নারীশক্তি সেই সহায়তা আবার দেন অন্যকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি লালকেল্লার প্রাকার থেকে মহিলাদের সশক্তিকরণের বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছেন, যেমন মহিলাদের জন্য শৌচাগার, স্যানিটারি প্যাড, অস্বস্তিকর ধোঁয়াভর্তি রান্নাঘর, মহিলাদের দৈনিক দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে নলবাহিত জল, প্রত্যেক মহিলার জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট, মহিলাদের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ভাষার বিরুদ্ধে এবং নারীশক্তির প্রতি যথাযথ আচরণ সম্পর্কে সন্তানদের শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'মোদীর অনুভব এবং মোদীর কর্মসূচি তৈরি হয়েছে প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে।' অভিজ্ঞতা যা উঠে এসেছে বাস্তব জীবন থেকে, তার থেকেই তৈরি হয়েছে এই অনুভব এবং কর্মসূচি, বলে জানান তিনি। সেই কারণে এইসব কর্মসূচি দেশের মা-বোনেদের জীবন আরও সহজ করে তুলছে।

নারীশক্তিকে জীবনের প্রতিটি স্তরে যেসব অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় তার মোকাবিলায় যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেই নিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী। যেমন, ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করতে, বেটি বাচাও বেটি পড়াও, সন্তান সম্ভবা মায়েদের জন্য ৬ হাজার টাকা, শিক্ষার সময়ে আর্থিক নিশ্চয়তা দিতে সুকন্যা সমৃদ্ধি, উদ্যোগের জগতে লাভজনক পদক্ষেপ রাখতে সাহায্য করার জন্য মুদ্রা যোজনা, মাতৃকালীন ছুটি বৃদ্ধি, বিনামূল্যে চিকিৎসা, সুলভে ওষুধ এবং মহিলাদের নামে পিএম আবাস বাড়ি নথিভুক্ত করার মাধ্যমে মালিকানা বৃদ্ধি এই সবই পুরনো মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তিনি এও স্বীকার করেন যে, কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির রূপান্তরকারী প্রভাবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দেশের মহিলারাই। ড্রোন দিদিদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী উপার্জন, দক্ষতা এবং ড্রোন দিদিদের স্বীকৃতির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের উপলব্ধির কথা প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানান। প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস, 'নারীশক্তি দেশের প্রযুক্তিগত বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে'। দুধ এবং শাকসব্জি বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এতে ড্রোন দিদিদের সামনে নতুন পথ খুলে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'গত এক দশকে ভারতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রসার ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এই গোষ্ঠীগুলি দেশে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাহিনী নতুন করে লিখেছে'। স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে মহিলাদের প্রধান ভূমিকা স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রত্যেক বোনকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম এই গোষ্ঠীগুলিকে দেশ গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকায় এনে দিয়েছে'। প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে মহিলাদের অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে বলেন, 'বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে মহিলাদের সংখ্যা ১০ কোটি পেরিয়ে গেছে'। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করতে সরকারের প্রয়াসের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'গত ১০ বছরে আমাদের সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শুধু প্রসার ঘটিয়েছে তাই নয়, এই গোষ্ঠীর ৯৮ শতাংশের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করেছে'। এই ধরনের গোষ্ঠীকে সহায়তার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা এবং ৮ লক্ষ কোটির বেশি টাকা এইসব গোষ্ঠীগুলির অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক পরিকাঠামো বৃদ্ধির কারণে এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আয় তিনগুণ বেড়েছে।

অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সামাজিক প্রভাবের প্রশংসা করে বলেন, 'এই গোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নে এবং গ্রাম সমাজের সার্বিক উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে'। প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ক সখী, কৃষি সখী, পশু সখী এবং মৎস্য সখীদের ভূমিকা এবং পরিষেবাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, 'এই দিদিরা দেশের জাতীয় অভিযানে স্বাস্থ্য থেকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন গতি যোগ করেছেন। যাঁরা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করেন তাঁদের ৫০ শতাংশের বেশি মহিলা এবং সুবিধাপ্রাপকদেরও ৫০ শতাংশের বেশি মহিলা। এই সাফল্যের ধারা নারীশক্তিতে আমার আস্থা আরও শক্তিশালী করছে'। প্রধানমন্ত্রী পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা রূপায়ণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা এই উদ্যোগ নেবে, তাঁদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এই কর্মসূচিতে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অর্জুন মুন্ডা, ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এবং শ্রী গিরিরাজ সিং অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রতিটি মানুষের জন্মের পর থেকেই শুরু হয় শিক্ষা-দীক্ষার কলাকৌশল। সেজন্য ছোটবেলা থেকেই পিতামাতা সহ বড় ভাইবোনরা ছোটদের ধর্মীয় আচার-আচরণের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর এই কলাকৌশলগুলো পরিবারের বড়দের কাছ থেকেই প্রতিটি শিশু শিখে থাকে। তা সে যেই ধর্মের অনুসারীই হোক। তাই প্রতিদিন সকালবেলা দেখা যায়, ছোটছোট ছেলে-মেয়েরা ধর্মীয় বই নিয়ে চলে যায় মক্তবে। ক্রমশঃ

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ হোলি বা দোল

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

এবং এখন সেটা দোল বসন্ত উৎসব হিসাবে পরিচিত। এবং এই দিন সকালে তারা রাস্তায় প্রভাত ফেরি বার করে আবির খেলতে খেলতে " ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল" গানটি গায়। এবং নৃত্যের তালে তালে সারা আকাশ জুড়ে আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেয়। সেই দিনটি শান্তিনিকেতনে যেন এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। যেন সেই দিনের সব আনন্দ লুকিয়ে থাকে শান্তিনিকেতনের কোনায় কোনায়। এবং সন্ধ্যেবেলা দোল পূর্ণিমাকে ঘিরে গৌরপ্রাঙ্গণে চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের পালা।

আজ আমার রবীনাথ ঠাকুরের নাটকের পালায় নিয়ে লেখার বিষয়বস্তুর নয়, ভারতবর্ষের উৎসবের কথা তুলে ধরতে চাই আমার কলমে।ভারতে হাতে গোনা যে কয়টি উৎসব প্রায় সব প্রদেশেই অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে একটি হল দোল উৎসব । এটি প্রদেশভেদে নানা নামে প্রচলিত । তার মধ্যে দোল ও হোলি সর্বাধিক প্রচলিত । এটি মূলত রঙের উৎসব । ঋতুর উৎসব । বসন্তোৎসব । বসন্তের দখিন সমীরণে দোলায় প্রিয়জনকে মনের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে সমাজশৃঙ্খলার কিঞ্চিৎ শৈথিল্যের সদ্ব্যবহার করেন তরুণ তরুণীরা । নবযৌবনপ্রাপ্ত নরনারীর মদনোৎসবের সমাজস্বীকৃতির নিদর্শন এই অনুষ্ঠান । এক অর্থে প্রাচীন কৌমসমাজের যৌনাচারমূলক অনুষ্ঠানও এই হোলি । কালক্রমে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যানে উল্লিখিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত হয়ে বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে । দোল বা হোলিকে কেন্দ্র করে দু তিনটি পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে । আর সেই কাহিনীতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হোলির বহু বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে । শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বসন্তরাসের বর্ণনা আছে । অন্যত্র 'রঙ্গ' নামক উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায় । হর্ষের প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব ও মালবিকাগ্নিমিত্রম্ এ ও বসন্তোৎসবের উল্লেখ আছে । কালিদাসের ঋতুসংহার এ পুরো একটি সর্গে বসন্তোৎসবের বিবরণ রয়েছে। ভারবি, মাঘ এবং অন্য কয়কজন কবিও কাব্যে বসন্ত বর্ণনা করেন । নারদপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও জৈমিনী মীমাংসায় রঙের উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায় । তিন শো খ্রিস্টাব্দের এক শিলালিপিতে রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক হোলিকোৎসব পালনের উল্লেখ পাওয়া যায় । বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচিত হয়েছিল তৃতীয়-চতুর্থ শতকে । তাতে এই উৎসবের উল্লেখ আছে । এখানে দোলায় বসে আমোদ প্রমোদের উল্লেখ পাই। চতুর্থ শতকের শেষ দিকে এই হোলি উৎসবকে শবরস্বামী তাঁর দর্শনশাস্ত্রে বর্ণনা করে গেছেন 'হোলক উৎসব' নামে । সপ্তম শতকে রচিত রত্নাবলী এবং অষ্টম শতকের মালতীমাধব নাটকেও বসন্তোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায় । জীমূতবাহনের কালবিবেক ছাড়া ষোড়শ শতকের রচিত রঘুনন্দন গ্রন্থেও এই উৎসবের বর্ণনা রয়েছে । আল বেরুনির বিবরণে জানা যায় মধ্যযুগে কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলমানরাও হোলিকোৎসবে সামিল হতেন । কবি বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে সুরদাস, রহিম, পদ্মাকর, জায়সী, মীরাবাই, কবীর এবং বিহারী, কেশব,ঘনানন্দ প্রমুখ অনেক কবির প্রিয় বিষয় ছিল বসন্ত । মহাকবি সুরদাস বসন্ত ও হোলির উপর আটাত্তরটির মতো পদ রচনা করেছিলেন । এ ছাড়া সুফি সন্ত হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আমির খসরু এবং বাহাদুর শাহ জাফর প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও হোলিবিষয়ক সুন্দর পদ রচনা করেন ।এ থেকে অনুভব করা যায় যে দোলযাত্রা একটি ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানও বটে । আর এক্ষেত্রে অনুষ্ঠানটিকে আধুনিকতায় নিয়ে দাঁড় করান কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালন প্রবর্তন করে । যৌবনোচ্ছ্বল উল্লাসের পাশাপাশি সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরার এক অনন্য অনুষ্ঠান ও উৎসব এই হোলি । এই কারণেই দোল শুধুমাত্র বাঙালিদের উৎসব না, সারা বিশ্বজুড়ে দোল পূর্ণিমা পালন শুধু আলাদা নামে। সারা বিশ্বজুড়ে এই উৎসবটি “হোলি” নামে পরিচিত। কিন্তু এই উৎসবের দিনই শুধু রঙ খেলা হয়। অন্য উৎসবে হয় না কেন? এর পিছনে একটা কাহিনি রয়েছে। দোল পূর্ণিমার পিছনে কাহিনী নীচে রইল। বাংলার বাঙালিদের হয়তো অনেকের অজানা নয়, আবার অনেকের কাছে অজানা ।জানা-অজানার মধ্য দিয়ে আমি শেষ করবো হোলির গবেষণা মুলক তথ্য দিয়ে।

এই উৎসবের উৎস প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের কাহিনিটিও সুপ্রচলিত । শ্রীকৃষ্ণ একদিন বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও তাঁর সখীগণের সঙ্গে খেলা করছিলেন । সে সময় অকস্মাৎ শ্রীমতী রাধা রজস্বলা হয়ে পড়েন । ঘটনার আকস্মিকতায় রাধা সখীদের ও ব্রজবালকদের সামনে যাতে বিব্রত বোধ না করেন সেজন্যে রাধার লজ্জা ঢাকতে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি করে সখীদের সঙ্গে আবির খেলতে শুরু করেন । এই ঘটনাকে স্মরণ করে হোলি উৎসব পালন করা হয়। এই কাহিনিরই একটু রকমফের রয়েছে অন্য আর একটি পুরাণে । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, ব্রহ্মার আদেশে প্রথমবারের মতো কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে রাধা । শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে রতিলীলায় মত্ত হলেন। সারারাত কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় মথিত করলেন শ্রীমতী রাধিকাকে । আবেগঘনাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দশন ও নখরাঘাতে এবং কৌমার্যখন্ডনে শ্রীমতী এমন রক্তাক্ত হলেন যে সকালে লজ্জায় কুঞ্জ থেকে বেরুতে পারছিলেন না । উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে র জন্যে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাঁর অনুগতদের রং নিয়ে খেলার আদেশ দিলেন। সকলে যখন রঙের খেলায় মত্ত সেইসময়ে রাধিকা বেরিয়ে এসে বাড়ি ফিরলেন। রঙের উৎসবের উৎসকেন্দ্রিক আরও একটি মিথ পাওয়া যায় । সেটিও কৃষ্ণকে নিয়েই । ছোটোবেলায় রাক্ষসী পুতনার দুধ পান করে শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ নীল হয়ে যায় । যৌবনবয়সে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন তাঁ গায়ের রঙ নীল আর রাধিকার গায়ের রঙ গৌরবর্ণ । তখন শ্রীকৃষ্ণ হীনম্মন্যতায় ভুগছিলেন । (স্মর্তব্য: যশোমতী মাইয়া সে বোলে নন্দলালা /রাধা কিঁউ গোরী, ম্যয় কিঁউ কালা) । তাঁর এই অবস্থা কাটানোর জন্যে মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিলেন তাঁর ইচ্ছেমতো রঙে রাধাকে রাঙিয়ে দিতে । রাধার গায়ে মুখে শ্রীকৃষ্ণের রঙ লাগানো থেকেই হোলির সৃষ্টি । অন্যদিকে বসন্তপূর্ণিমার এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ কেশি নামে অসুরকে বধ করেন । কোথাও অরিষ্টাসুরকে বধ করার কথা আছে । কোথাও আবার পুতনা রাক্ষসীকে বধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই তিথিতে চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন বলে এই তিথিকে গৌরপূর্ণিমা বলে ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

কালো জাদু আর বশীকরণ বিদ্যা নিয়ে 'শয়তান'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাড়িতে আচমকা হাজির অজ্ঞাত পরিচয়ের একজন। সাহায্য চাইতে আসা সেই আগন্তুক যদি আপনার গোটা জীবনটাই ছারখার করে দেয় তখন কেমন হবে? এমনই এক অসহায় পরিবারের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে বলিউডের নতুন সিনেমা 'শয়তান'। কালো জাদু আর বশীকরণ বিদ্যা নিয়ে তৈরি 'শয়তান' সিনেমার রোমহর্ষক ট্রেলার প্রকাশ হয়েছে সম্প্রতি। হাড় হিম করা এই ট্রেলার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিকাশ বহেল পরিচালিত এ সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারধর্মী ছবিতে অজয় ছাড়া আছেন আর মাধবন, জ্যোতিকা, জানকি বোধিওয়ালা প্রমুখ। প্রকাশ হওয়া সিনেমার ট্রেলারের শুরুতে দেখা যায় কাঁপা গলায় পুলিশকে ফোন করে জ্যোতিকা বলছেন, 'ওই লোকটা আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে, জানি না হঠাৎ করে আমাদের বাড়িতে ঢুকে সে কী করে দিয়েছে আমার মেয়ের ওপর।' এরপর ফ্ল্যাশব্যাক। পুলের সামনে কবীর [অজয়] ও তাঁর স্ত্রী।

মাধবন জানান, তাঁর ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়েছে। ১৫ মিনিটে চার্জ দিয়েই চলে যাবেন তিনি। কিন্তু সময় পেরোলেও ড্রয়িং রুম থেকে ওঠার নাম নেই সেই আগন্তকের। কবীরের স্ত্রী লোকটাকে চলে যেতে বলে। কবীরও তাঁকে বাড়ি ছাড়তে বলে। কিন্তু তিনি সরাসরি জানায়, 'আমি যাব না'। এরপরই দেখা যায়, নিজের বাবার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে কন্যা জাহ্নবী। মাধবনের হাতের 'কাঠপুতলি' হয়ে কখনও এক বাক্স চা পাতা খাচ্ছে, কখনও নিজের গালে চড় মারছে, কখনও নিজের মা-বাবাকে আক্রমণ করছে। এমন ঘটনা দেখে কবীর জানতে চায়, 'আমার মেয়ের সঙ্গে কী করেছ?' জবাব আসে, 'বশীকরণ'। বলতে শোনা যায়, 'বলা হয় যে এই গোটা দুনিয়া কানে শুনতে পায় না। কিন্তু সবাই আমার কথাই শোনে। কালের থেকেও কালা আমি। নরকের পেয়ালা আমি। অভিশাপ আমি, ওষুধও আমি, বহু বছর ধরে সব দেখছি আমি। আমি রাত, আমি সন্ধ্যা, আমি গোটা কায়নাত। আমি তৈরি করি, আমি ধ্বংসকরি। তাই সাবধান। সবাই বলে আমি কাউকে ছাড়ি না। এটার একটা খেলা আছে, খেলতে চাও? এটার একটাই নিয়ম। আমি যাই বলিনা কেন সেটার প্রলোভনে পা দেবে না। আমি আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে চাই, তবে আপনার আশীর্বাদের সঙ্গে।'

অদ্ভুত লুকে হাজির আমির খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাময়িক বিরতির পর পর্দায় ফিরছেন আমির খান। তার পরবর্তী সিনেমা 'সিতারে জামিন পার'-এর ঘোষণা হয়েছে এরই মধ্যে। ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'তারে জামিন পার'-এর আঙ্গিকে এবার 'সিতারে জামিন পার' নিয়ে আসছেন এ অভিনেতা।

যদিও সিনেমাটি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি অভিনেতা। এদিকে সম্প্রতি ইন্টারনেটে আমির খানের নতুন লুকের বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ হয়েছে। যেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে বড় চুলে, চোখে-মুখে কালি মাখা, গায়ে চামড়ার পোশাক। এক হাতে মশাল, অপর হাতে কিছু একটা ধরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

প্রথম দেখায় চেনাই যায় না আমির খানকে! ছবিটি দেখে সত্যিই চমকে যেতে হয়। তবে এটি সিনেমা নাকি বিজ্ঞাপনের লুক, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু না বললেও ধারণা করা হচ্ছে, 'সিতারে জামিন পার'-এর জন্যই এমন বিচিত্র লুক আমিরের।

আমির খানকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ২০২২ সালে 'লাল সিং চাড্ডা'তে। সিনেমাটি বক্স অফিসে মুখ খুবড়ে পড়ার পর আমির জানিয়েছিলেন তিনি বিরতি নেবেন। বিরতি নিয়েছেনও। গত দুই বছর অভিনয় জগতে আর কোনও কাজ করতে দেখা যায়নি অভিনেতাকে। তাই আমিরের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা।

বিচ্ছেদের পরেও একসঙ্গে শুটিং করেছিলেন সালমান-ক্যাটরিনা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ অল্প সময়ের জন্য হলেও সম্পর্কে ছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পথ আলাদা হয়ে যায়। তারপরেও একসঙ্গে কাজ করেছেন তারা। দু'জনের সম্পর্কের এক দুর্বল মুহূর্ত নিয়ে আলোকপাত করলেন পরিচালক কবীর খান। 'টাইগার' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম সিনেমা ছিল 'এক থা টাইগার'। এই সিনেমাতে জুটি বেঁধেছিলেন সালমান-ক্যাটরিনা। টাইগার-জোয়া জুটিকে পছন্দ করেছিলেন দর্শক। কিন্তু পর্দার রসায়নের নেপথ্যে শুটিংয়ের সময়ে দু'জনের মধ্যে ছিল একরাশ অস্বস্তি। ঘটনাটি প্রকশ্যে এনেছেন সিনেমার পরিচালক কবীর খান। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই সিনেমার অভিনেতা নির্বাচন প্রসঙ্গে কবীর খান বলেছেন, 'তখন ওদের সবে বিচ্ছেদ হয়েছে এবং একে অপরের সঙ্গে ওরা খুব বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন না।'

পরবর্তী সময়ে সিনেমার সিক্যুয়েলের সময় সালমানের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে জোয়া চরিত্রটি নিয়ে কোনো আলাদা সিনেমা তৈরি হলে তার মত কী? উত্তরে ভাইজান বলেন, 'হতেই পারে। কিন্তু জোয়া তো টাইগারকে ছাড়া অসম্পূর্ণ! তাই পুরো সিনেমাতে না থাকলেও ক্লাইম্যাক্সে কিন্তু জোয়াকে রক্ষা করতে টাইগারকে আসতেই হবে।'

চতুর্থ সন্তানের মা হলেন 'ওয়ান্ডার ওম্যান' গ্যাল গ্যাডট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চতুর্থ সন্তানের মা হলেন 'ওয়ান্ডার ওম্যান' হলিউড অভিনেত্রী অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাডট। বুধবার কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে হাসপাতাল থেকে নবজাতকের ছবি শেয়ার করেছেন ৩৮ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। আর এতে ভক্তরা অবাক হয়েছেন। কেননা তারা জানতেন না যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন।

হাসপাতালের বিছানা থেকে একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, আমার মিষ্টি মেয়ে, স্বাগতম। বাচ্চা নেওয়াটা সহজ ছিল না, অবশেষে সেটি আমরা পেরেছি। ওরি, তুমি আমাদের জীবনে এত আলো নিয়ে এসেছ, তোমার নামের মাঝেই আমাদের বেঁচে থাকা। হিব্রুতে ওরি অর্থ 'আমার আলো'। আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। হাউজ অব গার্লসে স্বাগতম... বাবাও খুব খুশি।

২০০৮ সালে ব্যবসায়ী জেরন ভার্সানোকে বিয়ে করেন গ্যাল গ্যাডট। এর আগে তিন মেয়ে আলমা, মায়া ও ড্যানিয়েলার জনক-জননী ছিলেন তারা। এবার তাদের ঘর আলো করে এসেছে ওরি।

শেষ আশ্রয় বলিউড!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাত্র বছর দুয়েক আগেই দক্ষিণী সিনেমার দাপটে কোণঠাসা হয়ে পড়ে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি। সুপারস্টার শাহরুখ, সালমান, আমির, আলিয়া, ক্যাটরিনা, দীপিকাদের সিনেমা একের পর এক ফ্লপের তালিকায় যুক্ত হয়। গুঞ্জন ছিল বলিউড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন দর্শকরা। বলিউড তারকারাও দক্ষিণীমুখি হওয়া শুরু করেন। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে, নানা প্রলোভন আর গিফট দিয়ে বলিউড তারকারা দক্ষিণী নির্মাতা-প্রযোজকদের সিনেমায় নাম লেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই গল্পের টুইস্ট বদলে গেছে। বলিউড তারকাদের পথে হাঁটছেন দক্ষিণী তারকারা। দক্ষিণ ছেড়ে বলিউডেই থিতু হতে চাইছেন তারা। সেই তালিকায় রয়েছেন রাশমিকা মান্দানা, পূজা হেগড়ে, ইয়ামি গৌতম, ভূমি পেডনেকার, জ্যোতিকা, জানকি বোধিওয়ালাসহ অনেকের নাম। আগামী মাসের শুরুতেই পর্দায় আসবে দক্ষিণী তারকা জ্যোতিকা ও জানকি বোধিওয়ালা অভিনীত সিনেমা 'শয়তান'। এতে তারা বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অজয় দেবগনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। এরই মধ্যে সিনেমাটির ট্রেলার বেশ সাড়াও ফেলেছে। এই দুই নায়িকা দক্ষিণে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সেভাবে নিজের অবস্থান পাকা করতে পারেননি। যে কারণে সিনেমাটির ট্রেলারে তাদের উপস্থিতি নজর কাড়লেও অনেকে মন্তব্য করছেন দক্ষিণে ব্যর্থ হয়েই বলিউডের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা।

অন্যদিকে দক্ষিণী তারকাদের নিয়ে আলোচিত বিষয় হলো বলিউডে স্থায়ী হওয়ার লক্ষ্যে জ্যোতিকা ও জানকি বোধিওয়ালার মতো বেশিরভাগ তারকাই প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় তারকাকে বেছে নিচ্ছেন। 'পুষ্পা' সিনেমার সাফল্যের রেশ ধরে এরই মধ্যে 'গুডবাই, অ্যানিমেল'সহ একাধিক বলিউড সিনেমায় কাজ করেছেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। গত বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাওয়া তার অ্যানিমেল ব্যবসা সফলের পাশাপাশি বক্স অফিসও মাত করে। সিনেমাটিতে তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর কাপুরের সঙ্গে রোমান্স করেন।

এরপর থেকেই আরো বেশ কয়েকটি বলিউড সিনেমায় তার যুক্ত হওয়ার খবর প্রকাশ পেয়েছে। সেই জায়গা থেকে অনেকেই মনে করছেন বলিউড ভুলে দক্ষিণের পথে হাঁটছেন এই অভিনেত্রী। তবে নিজের জায়গা পোক্ত করতে অমিতাভ-রণবীরকেই সিঁড়ি হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি। একই পথে হেঁটেছেন অভিনেত্রী পূজা হেগড়েও। দক্ষিণ জয়ের পর বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের হাত ধরে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন তিনি। বেশিরভাগ নায়িকাই মনে করেন, তিন খানের হাত ধরে যাত্রা শুরু করলে পেছনে ফিরে তাকাতে হয় না ক্যারিয়ারে। তবে পূজার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টোটা। তার 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' সিনেমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে। যদিও এতে ভেঙে পড়েননি পূজা। ঘুরে দাঁড়ানো বা থিতু হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন তিনি। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি বলিউড সিনেমায় শীর্ষ তারকাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে এক সময় দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে ভরসার নাম ইয়ামি গৌতম হলেও বেশ কয়েকবছর ধরে ধুঁকছেন তিনি। যে কারণে তিনিও বলিউডে শেষ আশ্রয় খুঁজছেন। এরই মধ্যে একাধিক সিনেমায় কাজও করেছেন। তবে সেগুলো দক্ষিণী সিনেমার পথেই হেঁটেছে। যদিও তিনি শেষ সিনেমায় বেছে নেন অক্ষয়ের মতো অভিনেতাকে। তবে সেখানেও বিধিবাম! তাদের 'ওহ মাই গড টু' সিনেমাটিও বক্স অফিসে আশার আলো জ্বালাতে পারেনি। কিন্তু তাতেও বলিউড যাত্রা থামাতে চাননি ইয়ামি। থিতু হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন এই অভিনেত্রী। শুধু এই তারকাই নয়, এর বাইরের বেশ কয়েকজন অভিনেত্রী-অভিনেতা শীর্ষ বলিউড তারকাদের সঙ্গে কাজের সুযোগ নিয়ে এরই মধ্যে শিরোনামে এসেছেন। সেই জায়গা থেকে এ কথা বলাই যায়, ক্যারিয়ারের সংকটে বলিউডেই আশ্রয় খুঁজছেন এবার দক্ষিণী নায়ক-নায়িকারা!

অর্থসংকটে অনিশ্চিত অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড সিরিজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করতে যাচ্ছিল আয়ারল্যান্ড। অর্থসংকট ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সেই আয়োজনটাও ঠিকমতো করতে পারছে আইরিশরা। জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্বগতি ও মাঠের অবকাঠামোর নির্মাণের খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা সিরিজ আয়োজন করতে কিছুটা পিছপা হয়েছে। আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বরে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে আয়ারল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার। তার আগেই সিরিজ মুলতবির করার ইঙ্গিত দিয়েছে বোর্ড। এই সিরিজ শেষ করেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলার কথা অসিদের। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের ডিরেক্টর রিচার্ড হোল্ডসওয়ার্থ ক্রিকইনফোকে বলেন, 'সামগ্রিকভাবে এফটিপিতে (সিরিজ পরিকল্পনা) যা ছিল, এর সব কিছু সরবরাহ করা একটি সত্যিকার অর্থেই একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা যে পরিমাণ ভেন্যু পেয়েছি তার তুলনায় অনেক বেশি ক্রিকেট ম্যাচ আমাদের আছে।' তিনি আরও বলেন, 'কোভিডের পর থেকে আয়ারল্যান্ডে খেলার খরচ অনেক বেড়ে গেছে। হোটেলের দাম, মাঠের জন্য অস্থায়ী অবকাঠামো স্থাপন করার খরচ আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাজেট ততটা দুর্দান্ত নয় যতটা আমরা ভেবেছিলাম। এই বছরে যদি আমাদের আরও রাজস্ব আসতো, তবে কোনো প্রশ্ন ছিল না, যে আমরা আরও সরবরাহ করতে সক্ষম হতাম।' হোল্ডসওয়ার্থ আরও বলেন, 'আমরা অবশ্যই খুব ছোট প্রদেশের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের খেলার কথা বিবেচনা করবো না। এই গ্রীষ্মে (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) সিরিজ আয়োজন করতে পারি কি না বা এফটিপির ভিন্ন পরিকল্পনায় সেটি করা যায় কিনা, সে বিষয়ে বিকল্প উপায়ের দিকে নজর দিচ্ছি।' এর আগে আইরিশদের বিপক্ষে তাদের দেশে গিয়ে কেবল একটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ার কারণে ইংল্যান্ড সফরের আগে বিশ্রামের ভালো একটি সুযোগ পাবে অসিরা।

আন্তর্জাতিক আম্পায়ারিং
ছাড়ছেন ইরাসমাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার মারাইস ইরাসমাস আন্তর্জাতিক আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিলেন। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট দিয়ে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন ৬০ বছর বয়সী আম্পায়ার।

নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি অনুভব করছি, আমার সরে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। এখন আমার খেলাটিতে (ক্রিকেট) অন্যভাবে ভূমিকা রাখার সময়। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ার শেষে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এবং আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি।'

খেলোয়াড়ি জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে বোল্যান্ডের পেস-বোলিং অলরাউন্ডার ছিলেন ইরাসমাস। এরপর ২০০৬ সালে আম্পায়ারিং ক্যারিয়ার শুরু করা ইরাসমাস আইসিসির অ্যালিট প্যানেলে যোগ দেন ২০১০ সালে। তিনি ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ারের একজন ছিলেন। যে ম্যাচে বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম ফাইনালে টাইয়ের দেখা মেলে, প্রথমবারের মতো হয় সুপার ওভার; সেখানেও টাই হওয়ায় পুরো টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি থাকায় শিরোপা জিতে নেয় ইংলিশরা।

আইসিসির তিনবারের বর্ষসেরা (২০১৬, ২০২৭ এবং ২০২১) আম্পায়ার হয়েছিলেন ইরাসমাস। শেষ টেস্টটি হতে যাচ্ছে তার ৮২তম। সবচেয়ে বেশি টেস্ট ম্যাচে আম্পায়ারিং করাদের তালিকায় তার অবস্থান দশে। তালিকার শীর্ষে আছেন পাকিস্তানের সাবেক আম্পায়ার আলিম দার (১৪৫ টেস্ট)।

মেসি-সুয়ারেজ জাদুতে
মায়ামি শিবিরে স্বস্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের প্রথম লেগে আজ ৮ মার্চ সকালে নাশভিলের মুখোমুখি হয়েছিল মায়ামি। তাতে জ্যাকব শাফেলবার্গের জোড়া গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। বিরতির পর দলের ত্রাতা হয়ে আসেন লিওনেল মেসি। বা পায়ের দারুণ এক গোলে ব্যবধান কমালেও নির্ধারিত সময়ে এগিয়ে ছিল নাশভিলে। যোগ করা সময়ে ঝলক দেখালেন লুইস সুয়ারেজ। আর তাতেই মায়ামির বাজিমাত।

নাশভিলেকে ধরা হয় মায়ামির সবচেয়ে কঠিনতম প্রতিপক্ষ। এই দলের বিপক্ষে হারের রেকর্ড আছে মেসিদের। আজও শুরুতেই মায়ামির রক্ষণ এলোমেলো করে এগিয়ে যায় নাশভিলে। চতুর্থ মিনিটের মাথায় গোল করে মায়ামিকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেন শাফেলবার্গ।

প্রথমার্ধের শুরুতে মায়ামির আক্রমণভাগ ছিলে একেবারেই পানসে। সময়ের সঙ্গে মেসি-সুয়ারেজরা ধারালো হয়ে উঠলেও নাশভিলের রক্ষণ ভেদ করতে পারেননি। তাতে প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় নাশভিলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মায়ামিকে আরও একবার চমকে দেয় নাশভিলে। আবারও দৃশ্যপটে শাফেলবার্গ। ৪৬তম মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে মার্টিনোর দলের রক্ষণকে পরাস্ত করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে নেন কানাডিয়ান তারকা শাফেলবার্গ।

তবে ব্যবধানটা ধরে রাখতে দেননি মেসি। এর ঠিক ছয় মিনিট পর সতীর্থদের সঙ্গে দারুণ পাসিং ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন আর্জেন্টাইন তারকা। এরপর বা পায়ের চিরচেনা শটে কোনা দিয়ে জাল খুঁজে নেন। গোল পেয়ে উজ্জিবীত হয়ে ওঠে মায়ামি। তবে সমতায় ফিরতে পারছিল না। ম্যাচ তখন শেষের দিকে। নির্ধারিত সময়ও শেষ। মায়ামির সমর্থকেরাও প্রস্তুত নিচ্ছেন হার নিয়ে মাঠ ছাড়ার। তবে সেটা হতে দিলেন না লুইস সুয়ারেজ। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে নাশভিলের গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দেন উরুগুয়ের তারকা। তার গোলেই শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে মাঠ ছাড়া মেজর লিগ সকারের দলটি।

কোয়ার্টারের পথেই অশনি সংকেত পেল রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা রিয়াল মাদ্রিদ ঘরের মাঠে ধাক্কা খেয়েছে। জার্মানির ক্লাব আরবি লাইপজিগ তাদের ওই ধাক্কা দিয়েছে। যা সামলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টারে ফাইনালে উঠে গেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। তবে অশনি সংকেত টের পেয়েছে ভালো রকম। প্রথম লেগে লাইপজিগের মাঠ থেকে ১-০ গোলে জিতে ফিরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কার্লো আনচেলত্তির দল অ্যাওয়ে ওই ম্যাচে মন জয় করা ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে ঘরের মাঠে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে জার্মান ক্লাবটিকে ভিনিসিয়াস-বেলিংহামরা চেপে ধরবেন এমনই আশা করা হয়েছিল।

অথচ প্রথমার্ধে গোল শূন্য সমতার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেও শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলের সমতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে। এই জয়ে পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখ ও ম্যানসিটির সিটির সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে তারা। ম্যাচে ৬৫ মিনিটে প্রথম গোল করে রিয়াল মাদ্রিদ। ব্রাজিলের ব্লাঙ্কোস তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে দিয়ে ওই গোল করার জুড বেলিংহাম। তিন মিনিট পরই ওই গোল শোধ করে দেয় আরবি লাইপজিগ। পরে কার্লো আনচেলত্তির দলকে আর লিড নিতে দেয়নি তারা।

অলিম্পিকে খেলতে
মেসিকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলকে হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পরই আলোচনাটা উঠেছিলো, লিওনেল মেসিও খেলতে পারবেন দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে। অনূর্ধ্ব-২৩ এর বেশি যে তিন ফুটবলারকে রাখা যায়, সেখানে মেসি এবং ডি মারিয়াকে চেয়েছেন আর্জেন্টিনা অলিম্পিক দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো। তিনি জানিয়ে দেন, মেসির জন্য অলিম্পিকের দরজা খোলা।

কিন্তু সত্যিই কি মেসি অলিম্পিক ফুটবলে খেলবেন? তার ক্লাব ইন্টার মিয়ামি কোচ জেরার্ডো মার্টিনো অবশ্য চান মেসি কোপা আমেরিকা এবং অলিম্পিকের যে কোনো একটি খেলুক। এরপরই আলোচনাটা উঠেছে, মেসি অলিম্পিকে খেলবেন নাকি কোপায় খেলবেন?

তবে, আর্জেন্টাইন সংবাদ মাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের সঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টিনা অলিম্পিক দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো জানান, এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মেসিকে অলিম্পিকে খেলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অলিম্পিকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ শুধু মেসি নন, ডি মারিয়াকেও জানানো হয়েছে। হ্যাভিয়ের মাচেরানো জানিয়েছেন, ডি মারিয়া অলিম্পিকে খেলার আমন্ত্রণকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি অলিম্পিকে খেলতে আগ্রহী নন।

বার্সেলোনায় হ্যাভিয়ের মাচেরানো এবং মেসি ছিলেন সতীর্থ এবং বন্ধু। নিজের বন্ধুকে অলিম্পিকে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়ে মাচেরানো বলেন, 'আমরা এরই মধ্যে লিওকে অলিম্পিক গেমস খেলার জন্য আমাদের সঙ্গী হতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা একমত হয়েছি যে, মেসির সঙ্গে এ বিষয়টা নিয়ে আরও অনেক বেশি আলোচনা করা হবে। আমরা জানি, তার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়াটা হবে অনেক কঠিন।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন আফগান ব্যাটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার নূর আলি জাদরান। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার দেশটির প্রথম আনুষ্ঠানিক ওয়ানডে ম্যাচ থেকে খেলে আসছিলেন। আফগানিস্তানের হয়ে সবমিলিয়ে দুটি টেস্ট, ৫১টি ওয়ানডে ও ২৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন নূর আলি জাদরান। ২০০৯ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা ঘটেছিল দেশটির, প্রথম ম্যাচ থেকেই তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। সবমিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৯৩০ রান করেছেন এই আফগান ওপেনার। ওয়ানডেতে ২৪.৮১ গড়ে ১২১৬ এবং টি-টোয়েন্টিতে তিনি ২৭.১৩ গড়ে ৫৯৭ রান করেছেন।

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ বেলিংহাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফুটবলার জুড বেলিংহাম দুই লিগ ম্যাচে নিষিদ্ধ হয়েছেন। লা লিগায় ১০ মার্চ সেল্টা ভিগো ও ১৬ মার্চ ওশাসুনার বিপক্ষে খেলতে পারবেন না তিনি। গত ৩ মার্চ লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে রেফারি জেসুস গিল মানজানোর সঙ্গে আগ্রাসী আচরণ করায় তাকে এই সাজা দেওয়া হয়েছে। বেলিংহাম জানিয়েছেন, তিনি রেফারির সঙ্গে কোন বাজে ব্যবহার করেছেন বলে মনে করেন না। লা লিগায় ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে সমতা করে রিয়াল মাদ্রিদ। যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে হেডে গোল করেন বেলিংহাম। কিন্তু ব্রাহিম দিয়াজ ক্রস দেওয়ার সময়ই ম্যাচ শেষের বাঁশি দেন রেফারি। বল 'আউট অব প্লে' না হওয়ায় বা আক্রমণ শেষ হওয়ার আগে হুট করে বাঁশি দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন রিয়ালের ফুটবলাররা। গোলটা বেলিংহামের হেড থেকে হওয়ায় তার হতাশা একটু বেশিই ছিল। কিন্তু বেলিংহামের গোল তো ফেরত দেওয়া হয়নি বরং ম্যাচের শেষ বাঁশি পড়ে যাবার পর তাকে লাল কার্ড দেখানো হয়। তাতেই ঘটনার শেষ হয়নি, বাজে আচরণের অভিযোগ এনে রেফারি লিগ কমিটির কাছে অভিযোগও আনেন। যে কারণে তাকে লাল কার্ডের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে বাড়তি আরও একটি ম্যাচে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR